সাংবাদিকতায় আন্ত:প্রাণ মফিজুল; তথ্যের সন্ধানে ছুটে চলেছেন দেশ থেকে বিদেশে

১৯৮৯ সালের ১ জুলাই মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার কাথুলি ইউনিয়নের নওপাড়া গ্রামে মফিজুল সাদিকের জন্ম। ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞানে স্নাতক পড়ার সময় অনলাইন নিউজ পোর্টাল শীর্ষনিউজডটকমে নিজস্ব প্রতিবেদক হিসেবে যোগ দেন।

২০১২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি নিজস্ব প্রতিবেদক হিসেবে যোগ দেন নিউজ পোর্টাল বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কমে। সেখানে ২০১৬ সালে জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক হিসেবে পদোন্নতি পান। সাংবাদিকতার শুরু থেকেই অর্থনীতি বিটে কাজ করছেন। প্রতিবেদন করছেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)-সহ আর্থিক খাত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে। পেশাগত দায়িত্বের অংশ হিসেবে ভ্রমণ করেছেন যুক্তরাষ্ট্র,যুক্তরাজ্য, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ভারত, নেপালসহ বিভিন্ন দেশে। ২০২১ সালের অক্টোবরে জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক হিসেবে যোগ দিয়েছেন জাগোনিউজ২৪.কমে।

পরিবারের সবাই কৃষিকাজে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, ব্যতিক্রম মো. মফিজুল ইসলাম, সাংবাদিক সমাজে মফিজুল সাদিক নামে পরিচিত। গ্রাম থেকে উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান শহরে। ছোট বেলা থেকেই লেখালেখি হাতে খড়ি ছিল। তিনি বেছে নিলেন সাংবাদিকতা পেশা। বাবা- মা, ভাই-বোন সবাই তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন সাংবাদিকতা পেশার ভবিষ্যৎ নেই, সরকারি চাকরি কর্◌ো। কিন্তু তিনি মনের গভীরে লুকিয়ে ছিলো সাংবাদিকতা পেশার প্রতি অগাধ ভালোবাসা। সে কারণে তিনি বেছে নিলেন সাংবাদিকতা পেশা।

ঢাকা কলেজে ভুলোগ ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিষয়ে অনার্স করা অবস্থায় সাংবাদিকতার বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেন মফিজুল সাদিক। এর পরে প্রথমে শীর্ষ নিউজ অনলাইন নিউজপোর্টালে চাকরি জীবন শুরু করেন ২০০৯ সালের শেষার্ধে। সেখানে গিয়ে পর্যায়ক্রমে বেশ কয়েকটি অনলাইন নিউজ পোর্টালে স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে কাজ করেন তিনি। এরপর যোগ দেন বাংলানিউজ২৪.কমে। অর্থনৈতিক বিটে কাজ করার দায়িত্ব পান। সেখানে তিনি একের পর এক আলোচিত রিপোর্ট করে আলোচনায় আসেন। বিশেষ করে

অর্থনৈতিক বিটের সিনিয়র রিপোর্টারদের দৃষ্টিতে আসেন মফিজুল সাদিক। দেশের আর্থিক খাতের অনিয়ম দুর্নীতি নিয়ে প্রকাশিত শাহিন হাওলাদারের অনুসন্ধানী প্রতিবেনগুলো সর্বমহলে প্রশংশিত হয়। অর্থমন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশনসহ অর্থনৈতিক সেক্টরের এসব নিউজ মফিজুল সাদিককে ব্যাপক পরিচিত করে তোলে।

এরই মধ্যে বাংলাদেশের পেশাদার সাংবাদিকদের অনন্য সংগঠন ‘ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিট‘র সদস্য পদ অর্জন করেন তিনি। সর্বশেষ তিনি ভালো বেতন-ভাতা ও সুযোগ সুবিধার অফার পেয়ে জাগোনিউজ২৪.কমে যোগ দেন তিনি। পেশাদার অনলাইন গণমাধ্যম হিসেবে জাগোনিউজ প্রথম সারিতে। এই পোর্টালেও বেশ কিছু আলোচিত রিপোর্ট করেন তিনি। সংবাদ অনুসন্ধানের জন্য কখনও পল্লী গ্রাম থেকে শুরু করে ছুটে গেছেন মালয়েশিয়া, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেক দেশে। আমেরিকার ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের সম্মেলনের নিউজ কভার করার দায়িত্বও পান তিনি।

একান্ত আলাপাচারিতায় সাংবাদিক মফিজুল সাদিক বলেন, সাংবাদিকতায় আমার ধ্যান ও জ্ঞন। যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত কপ২৬ সম্মেলন থেকে শুরু করে, আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংক গ্রুপের বার্ষিক সভার নিউজ কাভার করেছি। এছাড়া এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের বার্ষিক সভাও কাভার করেছি। তথ্যের জন্য কখনও গ্রাম থেকে ছুটে গেছি সভা ও সমাবেশে।

শিক্ষাজীবন
সাংবাদিক মফিজুল সাদিক ২০০৪ সালে মেহেরপুর জেলার গাংণী উপজেলার ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এসএসসি ও ২০০৬ সালে বিএন কলেজ থেকে এইচএসসি উত্তীর্ণ হন। এরপর ঢাকা কলেজ থেকে ভুগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞানে অনার্স এবং ঢাকা কলেজ থেকে একই বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন।
কৃতজ্ঞতা
সাংবাদিক মফিজুল সাদিক তাঁর কর্মজীবনের এই সাফল্যের জন্য মহান আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি।

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট বিজয় শেখ আবারও আটক

অনেক ধড়পাকড়ের পরও এখনো সক্রিয় রয়েছে অনলাইন জুয়ার এজেন্টরা। নতুন করে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর থেকে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট বিজয় শেখকে আবারও আটক করার পর থেকে বিষয়টি আবার সােমেন এসেছে।

গতকাল শুক্রবার ভোরের দিকে তাকে অনলাইন জুয়ায় ব্যবহৃত মোবাইল ও চ্যানেলসহ আটক করে পুলিশ। এর আগে বৃহস্পতিবার রাত ১০ টার সময় থেকে মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের একটি বড় টিমি তার বাড়িতে অভিযান শুরু করে। আটক বিজয় শেখ শিবপুর গ্রামের মৃত শাহাদুল শেখের ছেলে।

গ্রেফতারকালে আসামীর নিকট হতে স্টেনলি মেইন, ওয়ান এক্স বেট নামক অনলাইন জুয়া চ্যানেল ও এজেন্ট সীমসহ ৩ টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। তার বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করা হয়েছে।

১০ আগষ্ট বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ব্যাংক অনলাইন জুয়াসহ অনলাইনের মাধ্যমে সকল অবৈধ লেনদেন প্রতিরোধে সরকার জিরো টলারেন্সে উল্লেখ করে সকল গণমাধ্যমকে বিবৃতি দিয়েছে। অনলাইন জুয়া নিয়ে পুনরায় মেহেরপুর প্রতিনিদিনের অনুসন্ধান শুরু হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে অনলাইন জুয়া নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, অনলাইন জুয়ার এজেন্ট বদরুদ্দোজা রয়েলকে আটক করা হয়েছিলো গত বছরের ২৪ আগষ্ট। রয়েল পুলিশের কাছে বিজয় শেখসহ ১৫ জনের নাম করে একটি স্বীকারোক্তি দিয়েছিলো। সেই স্বীকারোক্তী অনুযায়ী তদন্তে বিজয় শেখের সম্পৃক্ততার সত্যতা মেলে। গত ৭ জুন তাকে প্রথম বার আটক করা হয়। কিছুদিন হাজত বাস করার পরসে পুনরায় অনলাইন জুয়ার কার্ক্রম চালিয়ে যাচ্ছে বলে খবর পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে প্রতিদিনই কোটি কোটি টাকা পাচার হচ্ছে দেশের বাহিরে। এতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি বিপথে যাচ্ছেন তরুণ ও যুবকরা। পুলিশের তথ্যমতে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় দুই শতাধিক তরুণ যুবক এই অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত। তারা অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে নিজেরা কোটি পতি হয়েছে। আর

অপরদিকে সর্বশান্ত হচ্ছে সাধারণ তরুণ যুবকরা। পুলিশ গত কয়েক মাসে প্রায় অর্ধশত অনলাইন জুয়ার এজেন্ট আটক করেছে।

গোয়েন্দা সংসস্থার মতে, মেহেরপুর জেলাতে কোনোভাবেই লাগাম টানা যাচ্ছেনা অনলাইন জুয়ার। রাতারাতিই কোটিপতি বনে যাচ্ছেন অনেকে। জুয়াড়িরা বিভিন্ন অ্যাপস ও সাইট ব্যবহার করে অনলাইনে বিভিন্ন গেমিং বেটিং বা বাজি খেলার সাইটে জুয়ায় মেতে উঠেছে। বিট কয়েন বা ডিজিটাল মুদ্রার (ক্রিপ্টোকারেনসি) মাধ্যমে অনলাইনে জুয়া খেলা হয়। অবৈধ পন্থায় ডিজিটাল মুদ্রা কেনাবেচার লেনদেনে দুই বছরে বছরে প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে বলে অনুমান করছে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। রাশিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশে এই টাকা পাচার হয়েছে বলে জানান সংস্থ্যাগুলো। রাশিয়া থেকে পরিচালিত এসব অনলাইন জুয়ার সাইট ও অ্যাপস তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে মেহেরপুর জেলা শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যায়ে পর্যন্ত।

মেহেরপুরের ১৩ জঙ্গি সদস্য এটিইউ’র হেফাজতে

মেহেরপুর শহরের শিশুবাগান পাড়ার ৩টি পরিবারের শিশু ও নারীসহ ১৩ জনকে জঙ্গি সন্দেহে পুলিশের এনটি টেরিরিজম ইউনিটের (এটিইউ) একটি টিম তুলে নিয়ে গেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। তারা সকলেই নিষিদ্ধ সংগঠণ জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়ার সক্রিয় সদস্য ছিলেন বলে জানা গেছে। এ ঘটনার পর থেকে একজন নিরুদ্দেশ হয়েছেন। তবে ৫ শিশূকে পরিবারের কাছে ফেরত দেওয়া হয়েছে।

গত ২ আগষ্ট দিবাগত রাতে শহরের শিশু বাগানপাড়া এলাকার ইদ্রিস আলী মিস্ত্রির ছেলে স্ট্রিট ফুড বিক্রেতা আনোয়ার হোসেনকে (৩০) তার বাড়ি থেকে আইনশৃংখলা রক্ষাকারীর পরিচয় দিয়ে তুলে নিয়ে যায়।

আনোয়ার হোসেনকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার খবর পেয়ে প্রতিবেশি সেন্টু হোসেন ও পলাশ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় মেহেরপুর সার্কিট হাউসসহ বিভিন্ন স্থানথেকে তাদের আটক করেছে বলে পলাশের পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন।

তারা হলেন- শিশু বাগানপাড়ার কিতাব আলীর ছেলে সেন্টু হোসেন (২৮), তার স্ত্রী দিলরুবা খাতুন (২৫), ছেলে লাসিন ও হুজাইফা, একই পাড়ার রিকসা চালক পলাশ (৫৫), তার স্ত্রী ফাতেমা খাতুন (৪৮), মেয়ে ফারহানা, প্রিয়া খাতুন, জামাতা ঝন্টু মিয়া, ছেলে ফরহাদ হোসেন, ফয়সাল হোসেন, নাতি বুখারি হোসেন, পলাশের আরেক মিনারুল ইসলাম, নাতনি মিতা খাতুন, রিতা খাতুন ও শাহিনুর।

এদিকে, ঘটনার পর থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছেন একই পাড়ার মাংস বিক্রেতা রফিকুল ইসলামের ছেলে রকিব মোল্লা ওরফে মুজাহিদ (৩০)।

এদের মধ্যে বুখারি, ফয়সাল, মিতা, লাসিন ও হুজাইফা শিশু হওয়ায় গত মঙ্গলবার মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের মাধ্যমে তাদের পরিবারের অন্য সদস্যদের কাছে ফেরৎ দেওয়া হয়েছে।

তবে, নাম প্রকাশ না করার শর্তে তাদের এক প্রতিবেশী বলেছেন, আটকরা সকলেই জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়ার সক্রিয় সদস্য ছিলেন। পুলিশের কাছে এই তালিকায় ১৮ জনের নাম আছে বলেও জানান তিনি।

আনোয়ার হোসেনের মা আনোয়ারা খাতুন ও পিতা ইদ্রিস আলী মিস্ত্রি বলেন, ছেলেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় তাদের দুজনের পরনে পুলিশের পোশাক এবং অন্যরা সাদা পোশাকে ছিল।

আনোয়ারের স্ত্রী পলি খাতুন বলেন, তারা বলেছিলেন, দু একটা কথা জিজ্ঞাসা করে এখনি ছেড়ে দিয়ে যাবেন। সেই যে নিয়ে গেলো তারপর থেকে আর কোনো খোঁজ পাইনি।

তারা বলেন, আনোয়ারকে নিয়ে যাওয়ার কয়েকবার মেহেরপুর থানা, র্যাব অফিসে গিয়েছি। কোনো খোঁজ পাইনি। সেখানে না পেয়ে তারা জেলার অন্যান্য উপজেলার পুলিশ স্টেশন, র্যাব ও ডিবি অফিসে সন্ধান করেছি। কিন্তু সেসব জায়গায়ও আনোয়ার হোসেনকে পাওয়া যায়নি। থানায় জিডি দিতে গেলেও থানা পুলিশ জিডি নেননি।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের একটি সুত্র থেকে জানা গেছে, আটককৃতরা জঙ্গি সংগঠণ জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়ার সক্রিয় সদস্য। তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে ঢাকা থেকে পুলিশের এন্টি টেরোরিজম ইউনিটের একটি গ্রুপ মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) সহযোগীতায় তাদের আটক করে ঢাকায় নিয়ে গেছে। আটককৃত ৬ শিশুর মধ্যে ৫ জন শিশুকে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের মাধ্যমে তাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিকট ফেরৎ দিয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে সেন্টু হোসেন ও আনোয়ারের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, পরিবারের সবাই বারান্দায় বসে আছেন। তাদের সান্ত্বনা দিতে পড়শীদের কয়েকজনও সেখানে আছেন। এছাড়া পলাশ ও রাকিব মোল্লার বাড়িতে গিয়ে তাদের বাড়িতে তালা মারা দেখা গেছে। পলাশের ফেরৎ দেওয়া ছেলে ফয়সাল ও ফরহাদের ছেলে বুখারীকে পাওয়া যায়নি। তারা তাদের কোন আত্মীয়র বাড়িতে গেছে তাও বলতে পারেনি প্রতিবেশীরা।

সেন্টু হোসেনের দুই ছেলে লাসিন ও হুজাইফাকে ফেরৎ পেয়েছেন তার দাদী আদরী খাতুন। এর মধ্যে হুজাইফার একটি পা ভেঙ্গে গেছে। সেন্টুর মা আদুরী খাতুন বলেন এই দুটি দুধের শিশু নিয়ে আমি এখন কি করবো। কুল কিনারা পাচ্ছিনা।
বোন পাপিয়া খাতুন বলেন, আমার ভাইকে ধরে নিয়ে কোথায় রেখেছে সেটা তো আমরা জানার অধিকার রাখি। তারা অন্যায় করলে সাজা হোক। কিন্তু আমাদের পরিবারকে খোঁজ দিক।

আনোয়ার হোসেনের মা আনোয়ারা খাতুন জানান, রাত ১টার পরপরই দুজন পুলিশের পোশাক পরে, চারজন সাদা পোশাকে প্রাচীর টপকে বাড়িতে প্রবেশ করে। আইনের লোক পরিচয়ে ছেলেকে তুলে নিয়ে যায় জিজ্ঞাসাবাদ শেষে ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলে। সকালে থানায়, ডিবি কার্যালয়, র্যাব ক্যাম্পে গেলে কেউ স্বীকার করেনি ছেলেকে নিয়ে যাওয়ার কথা। আনোয়ারের স্ত্রী পলি খাতুন বলেন, ‘স্বামীর সন্ধানে অনেক জায়গায় গিয়েছি কোথাও সন্ধান মিলল না। আমার স্বামী নিরপরাধ। তাকে কেন রাতের আঁধারে তুলে নেওয়া হলো তা বুঝতে পারছি না।’

প্রতিবেশী জাহিদ হোসেন বলেন, আনোয়ার ফুট পথে ব্যবসা করতো। তবে, নিয়মিত মসজিদে আসার আহ্বান জানাতেন। ধারণা করা হচ্ছে, জঙ্গি সম্পৃক্ততার সন্দেহে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর লোকজন তাকে তুলে নিয়ে গেছে। তবে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উচিত বিষয়টি পরিবারটিকে জানানো। যদি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তুলে না নিয়ে থাকে তাহলে তাদেরই উচিত আনোয়ারকে খুঁজে বের করা।

মেহেরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, মেহেরপুরের পুলিশের কাছে এ বিষয়ে কোন তথ্য নেই। অন্য কোনো সংস্থা তাদের আটক করেছে কিনা তাও জানা নেই।

গাংনীতে ভুমিহীনদের মাঝে চতুর্থ পর্যায়ের ঘর প্রদান

গাংনীতে ভুমিহীনদের মাঝে চতুর্থ পর্যায়ের ঘর প্রদান করা হয়েছে। বুধবার সকাল ১০ টায় গণভবন থকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২১০১ টি ঘর প্রদান ও ১২ টি জেলা এবং ১২৩ টি উপজেলাকে ভুমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত ঘোষনা করেন। এসময় গাংনী উপজেলায় ৩১ টি ভুমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ঘরের চাবি ও দলীল প্রদান করা হয়।

গাংনী উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘরের চাবি ও দলীল হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিরঞ্জন চক্রবর্তীর সঞ্চালনায় এবং ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও গাংনীর সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোঃ নাদির হোসেন শামীমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিতি ছিলেন মেহেরপুর -২আসনের সংসদ সদস্য ও গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মেহেরপুর মোঃ শামীম হাসান।

এসময় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন,গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক,গাংনী উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা,ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ, রাজনৈতিক নেতৃত্ব বৃন্দ,সাংবাদিক, ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তা এবং উপকার ভোগীরা।

বাতিল নয়, পরিবর্তিত হচ্ছে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮

বহুল আলোচিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮ পরিবর্তনের খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। সোমবার (৭ আগস্ট) সকালে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এটি ‘সাইবার নিরাপত্তা আইন-২০২৩’ নামে প্রতিস্থাপিত হবে বলে জানা গেছে।

আইনমন্ত্রী আনিসুল হক গণমাধ্যমকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, আইনটি ‘সাইবার নিরাপত্তা আইন-২০২৩’ নামে প্রতিস্থাপিত হবে।

২০১৮ সালে প্রণীত বিতর্কিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনটি বাতিলে বিভিন্ন মহল থেকে দাবি ওঠে। বিশেষ করে এর ৫৭ ধারা দেশে-বিদেশে সমালোচিত হয়। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, মুক্তচিন্তা ও মতপ্রকাশের অধিকার সমুন্নত রাখা, সর্বোপরি মানুষের মৌলিক অধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিতে আইনটি বাতিলের দাবি জানিয়ে আসছে বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা।

সূত্র: ইত্তেফাক

দুদকের মামলায় গুলশান থানার ওসি মেহেরপুরের ফিরোজ কবির ও তার স্ত্রীর সাজা

বেতনের চেয়ে বহুগুণ বেশি অর্থের সন্ধান মিলেছিল ব্যাংকে, সেই অর্থের বৈধ কোনো উৎস না মেলায় রাজধানীর গুলশান থানার সাবেক ওসি ফিরোজ কবির ও তার স্ত্রীকে যেতে হচ্ছে জেলে।

ফিরোজ কবির মেহেরপুর সদর উপজেলার সিংহাটি পশ্চিমপাড়ার ওলি মোহাম্মদের ছেলে। তার অপর ভাই আজিজুল ইসলাম বারাদী বাজারের একজন সার ব্যবসায়ী।

দুদকের দায়ের করা মামলার রায়ে ফিরোজ কবিরকে ৬ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং তার স্ত্রী সাবরিনা আহমেদ ইভাকে ৪ বছরের বিনাশ্রম

কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত।

ঢাকার ৯ নম্বর বিশেষ জজ আদালতের বিচারক শেখ হাফিজুর রহমান আজ বুধবার আসামিদের উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষণা করেন। রায়ের পর ওই দম্পতিকে সাজা পরোয়ানা দিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়।

ফিরোজ কবিরকে কারাদণ্ডের পাশাপাশি অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দ্বিগুণ, অর্থাৎ এক কোটি ৭৪ লাখ ৩৪ হাজার ৩৮৮ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে ঘোষিত আয়ের বাইরে যে ৮৭ লাখ ১৭ হাজার ১৯৪ টাকা তার অ্যাকাউন্টে পাওয়া গেছে, তা রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।
রায়ের দিন থেকে ৬০ কার্যদিবসের মধ্যে ফিরোজ কবিরকে ওই অর্থদণ্ডের টাকা পরিশোধ করতে হবে। তা দিতে না পারলে দণ্ডবিধির ৩৮৬ ধারা অনুযায়ী তা আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান এ আদালতের বেঞ্চ সহকারী সাইফুল ইসলাম।

দুদকের সহকারী পরিচালক সৈয়দ আতাউল কবির ২০১৭ সালের ৩ অক্টোবর গুলশান থানায় ওই দম্পতির বিরুদ্ধে মামলা করেন। মামলাটি তদন্তের পর ২০১৯ সালে অভিযোগপত্র জমা পড়ে।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০১৬ সালের ৩১ মে র্পযন্ত সময়ে এবি ব্যাংক, ডাচ বাংলা ব্যাংক, এনআরবি কর্মাশিয়াল ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক এবং ব্র্যাক ব্যাংকে ফিরোজ কবিরের নামে এবং ডাচ বাংলা ব্যাংকে তার স্ত্রী সাবরিনা আহমেদ ইভার অ্যাকাউন্টে মোট ৩ কোটি ৯ লাখ টাকা জমা করেন।
রায়ে বলা হয়, অধিকাংশ হিসাব খোলার সময় ফিরোজ কবির অর্থের উৎস চাকরি দেখিয়েছেন। কিন্তু যে ধরনের ও যে অংকের লেনদেন হয়েছে, তা তার বেতন-ভাতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অর্থের উৎস সম্পর্কে কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা বা প্রমাণও তারা দাখিল করতে পারেননি।

“এতে প্রমাণিত হয় যে, জমাকৃত উক্ত অর্থ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে দুর্নীতি ও ঘুষ সংক্রান্ত সম্পৃক্ত অপরাধলব্ধ।”

বর্ষা , নুসরাত, বিপাশা কারাগারে

মেহেরপুরে চাঞ্চল্যকর আটলান্টিকা হোটেল কাণ্ড ঘটনায় চাঁদাবাজি ও পর্ণগ্রাফি মামলার আসামি বর্ষা, নুসরাত ও বিপাশার জামিন বাতিল করে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুরের চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আবু বকর সিদ্দিকের আদালতে বর্ষা, নুসরাত ও বিপাশা জামিন আবেদন করে আত্মসমর্পণ করলে বিজ্ঞ বিচারক তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

মামলায় আসামি বিপাশার পক্ষে আইনজীবী আলমগীর হোসেন বলেন, আসামীর জামিন আদেশ বৃদ্ধির আবেদন করি। বিজ্ঞ আদালত জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন।

অপর আসামি নুসরাত ও বর্ষার পক্ষে ইয়ারুল ইসলাম আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন। সরকারি পক্ষে কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক কৌসুলির দায়িত্ব পালন করেন।

এর আগে গত ২১ জুন একই আদালত এই আসামিদের ৬ জুলাই পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দিয়েছিলেন।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, নুসরাত, বর্ষা রহমান, বিপাশা খাতুন, বাংলাভিশনের সাংবাদিক তুহিন আরন্য, ডিবিসি চ্যানেলের সাংবাদিক আবু আক্তার করণ, দেশ টিভির সাংবাদিক রেক্সোনা আরা, নিলুফার ইয়াসমিন রুপাসহ ১৭ আসামিকে অভিযুক্ত করে হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ড মামলায় পুলিশ আদালতে চার্জশিট দেয়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারাসহ ২০১২ সালের পর্নোগ্রাফী নিয়ন্ত্রণ আইনের ৮(১),৮(২), ৮(৩), ৮(৪) ধারায় অপরাধ প্রাথমিকভাবে সত্য বলে প্রমানিত হওয়ায় আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা।

চার্জশিটে অভিযুক্তরা হলেন- বাংলাভিশনের মেহেরপুর প্রতিনিধি মুস্তাফিজুর রহমান ওরফে তুহিন আরন্য, ডিবিসি টেলিভিশনের মেহেরপুর প্রতিনিধি আবু আক্তার করন, দেশ টিভির প্রতিনিধি রোকসানা আরা, এশিয়ান টিভির প্রতিনিধি মিজানুর রহমান জনি, কথিত সাংবাদিক নাজনিন

খান প্রিয়া, ছন্দা খাতুন, আটলান্টিক হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুন জোয়ার্দার, আব্দুস সালাম, হাসিবুল হক জয়, নেহাল আল মুকিত, শাহাজান আলী, মোছা. রুপা, নুসরাত, বর্ষা, সুমন রহমান বিমান ও বিপাশা।

পুলিশের চার্জশিট থেকে জানা যায়, একটি নারী চক্র গড়ে তুলে মেহেরপুর শহরের আভিজাত শ্রেনীর হোটেল আটলান্টিকার মালিক মতিয়ার রহমান ও তার ছেলে মামুন বিভিন্ন ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা বা অভিজাত শ্রেনীর মানুষকে সুন্দরী নারী দিয়ে প্রেমের ফাঁদে ফেলে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে তা ভিডিও ধারণ করেন। এবং সেই ভিডিও দিয়ে ব্লাকমেইল করে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছিল। এই চক্রে বিভিন্ন এলাকার প্রায় ডজনখানেক সুন্দরী নারী জড়িত ছিলো।

উল্লেখ্য, গত বছরের ২২ নভেম্বর মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের মনোয়ার হোসেন নামের এক এনজিও কর্মী সদর থানায় নারী চক্রের প্রধান হোতা প্রিয়া খানকে আসামি করে দণ্ডবিধির ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারায় একটি মামলা করেন।

মেয়র এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হলেন মাহফুজুর রহমান রিটন

মেয়র এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ম্যাব) এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হলেন মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

গতকাল সোমবার তাঁকে এ পদে মনোনিত করেন ম্যাবের সভাপতি ।

মেহেরপুর পৌর সভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। তরুণ এ রাজনীতিবীদ পরপর দুই বার আওয়ামী লীগের মনোনয়ন নিয়ে মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র নির্বাচিত হন।

সংসদে নতুন বাজেট পাস

জাতীয় সংসদে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য ৭ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকার বাজেট পাস হয়েছে।

সোমবার (২৬ জুন) জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে কণ্ঠভোটে এই বাজেট পাস হয়।

এর আগে গত ১ জুন সংসদে ক্ষমতাসীনদের টানা ১৫তম এবং দেশের ৫২তম বাজেট পেশ করেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। ৭ লাখ ৬১ হাজার কোটি ৭৮৫ কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করেন তিনি। এবার তার বাজেট বক্তব্যের শিরোনাম ছিল ‘উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় দেড় দশক পেরিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশের অভিমুখে।’

২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের আকার এর আগের অর্থবছরের চেয়ে ১২ দশমিক ৩৪ শতাংশ বড়। বাজেটটি ৫০ লাখ ৬ হাজার ৬৭২ কোটি টাকার প্রাক্কলিত জিডিপির ১৫ দশমিক ২১ শতাংশ।

এবারের বাজেটে ঘাটতি ধরা হয়েছে ২ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা, যা মোট জিডিপির ৫ দশমিক ২ শতাংশ। ঘাটতি মেটাতে বৈদেশিক উৎস থেকে ১ লাখ ২ হাজার ৪৯০ কোটি টাকা এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ১ লাখ ৫৫ হাজার ৩৯৫ কোটি টাকা সংগ্রহের প্রস্তাব করা হয়েছে।

রাজস্ব হিসেবে ৫ লাখ কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে সরকার। লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সংগ্রহ করবে ৪ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা এবং অন্যন্য উৎস থেকে সংগ্রহ করা হবে আরও ৭০ হাজার কোটি টাকা।

প্রস্তাবির বাজেটে ব্যয়ের খাতগুলোর মধ্যে পরিচালন ব্যয় ধরা হয়েছে ৪ লাখ ৭৫ হাজার ২৮১ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন ব্যয় ২ লাখ ৭৭ হাজার ৫৮২ কোটি টাকা।

সূত্র: ইত্তেফাক

হাটে পশু বেশি, ক্রেতা কম

মেহেরপুরে চাহিদার দ্বিগুণ কোরবানির পশু প্রস্তুত করেছে খামারিরা। ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে জেলার প্রতিটি বাড়ি খামারে পরিণত হয়েছে। অধিকাংশ গ্রামগুলোর এমন কোন বাড়ি নেই, যেখানে কোরবানী উপযোগ্য দু একটি পশু নেই। কৃষি নির্ভর এ জেলায় পশুখাদ্য সহজলোভ্য হওয়ায় সখের বশেও এখান মানুষ গরু, ছাগল পালন করে থাকেন। কোরবানি ঈদকে সামনে রেখে যে সকল পশু বিক্রির তোরজোড় থাকে তাদের মাঝে। কোরবানির শেষ সে সকল পশু পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় পার করছেন খামারিরা।

মেহেরপুর জেলা প্রাণী সম্পদ অফিসের তথ্যমতে, জেলায় ২৯ হাজার ৪৩০টি বানিজ্যিক খামার ও প্রতিটি বাড়িতে গরু ছাগল পালন করা হয়। এসব খামার ও পারিবারিক খামার থেকে কোরবানিযোগ্য পশু উৎপাদন হয়েছে ১ লাখ ৯০ হাজার ৫২০টি। কোরবানির জন্য মেহেরপুর জেলার চাহিদা রয়েছে ৯০ হাজার ১১২ টি পশু। বাকি প্রায় এক লাখ কোরবানিযোগ্য পশু ঢাকা, চিটাগাং, সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করছেন খামারীরা।

জেলার প্রতিটি কৃষকের বাড়িতে দু-একটি করে গরু, ছাগল লালন-পালন হয়ে থাকে। প্রতিটি বাড়ির ব্যক্তিগত খামারে গরু-ছাগল-ভেড়া রয়েছে। মেহেরপুরে বেশ কয়েকটি ছাগল ও ভেড়ার বাণিজ্যিক খামার থাকলেও পারিবারিক খামারে অসংখ্য ছাগল ও ভেড়া পালিত হচ্ছে। কোরবানির ◌্ঈদকে লক্ষ রেখে বসতবাড়িতে দু-একটি গরু পালন করা প্রধান কাজ।

জেলার গরু খামারে দেশীয় জাতের পাশাপাশি নেপালী, অস্ট্রেলিয়ান, ফিজিয়ান, হরিয়ানাসহ নানা জাতের গরু মোটাতাজা করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলার মালশাদহ গ্রামের গরু খামারি মনজুরুল ইসলাম বলেন, আমার খামারে ২৭টি গরু পালছি। ৪০ লাখ টাকার গরু বিক্রি করেছি। আমার খামারে এবছর পাকিস্তানী সাওয়াল ও দেশী গরু ছিল। গরু বিক্রিতে আমি ভাল দাম পেয়েছি। গরুকে দেশী ঘাস, সুষম খাবার ও খুদ কুড়া খাওয়ানো হয়েছে।

গাংনী উপজেলার বানিয়াপুকুর গ্রামের গরু খামারী জোয়াদ আলী।

এলাকার সব চেয়ে বড় খামারী হিসেবেই পরিচিত জোয়াদ আলী। তার খামারে এখন পর্যন্ত অর্ধশতাধিক গরু রয়েছে।

জোয়াদ আলী বলেন, এই বছর গরুতে আমার লস হবে। এখন পর্যন্ত তার খামারের মাত্র ২ টা গরু বিক্রি হয়েছে। ৪৮ টি গরু খামারে রয়েছে। তিনি বলেন, অন্য বছরে ঢাকা কুমিল্লা বা দেশের অন্যান্য স্থান থেকে গরু কিনতে সোজা চলে আসতেন। তারা আমাদের কাছে সরাসরি গরু কিনতেন। কিন্তু এবছরে তারা গরু কিনতে আসেনি। আমার গরুও বিক্রি হয়নি। তিনি বলেন, আমার খামারে অনেক বড় বড় গরু তাই ক্রেতা পাওয়া যাচ্ছেনা সহজে।

বাওট গ্রামের সাবেক মেম্বর আশরাফুল ইসলাম কালু বলেন, কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে বাওট গ্রামে প্রতিটি বাড়ি বাড়ি দু একটি গরু ও ছাগল পালন করেন। ঈদের আগেই সেই পশুগুলো বিক্রি করেন তারা।

এদিক, গতকাল শুক্রবার মেহেরপুরে বামন্দী পশু হাটের প্রচুর পরিমানের পশু আমাদানী হলেও সে পরিমাণে ক্রেতার দেখা মেলেনি। শুক্রবারে বামন্দীতে বড় হাট থাকায় মেহেরপুর পশু হাটে তেমন গরুর আমদানী দেখা যায়নি। আগামী মঙ্গলবার মেহেরপুর পশু হাটে অধিক পরিমানে পশু আমদানি হবে ধারণা করছেন ব্যবসায়ীরা।

বামন্দী পশু হাটে গিয়ে দেখা যায় ক্রেতার চেয়ে বিক্রেতা বেশি। শেষ পর্যন্ত কোরবানির পশুর দামও অনেকটা কমেছে। গেল কয়েক সপ্তাহের হাটগুলোতে বিক্রেতারা অতিরিক্ত দাম হাঁকার কারণে ক্রেতারা বিমুখ হয়। শেষ সময়ে এসে ক্রেতারা এখন গত কয়েক হাটের দামের চেয়ে তূলনামূলক অনেক কম দামেই পশু কিনতে পারছেন। ক্রেতা সংকটে কেউ অতিরিক্ত দাম হাঁকাচ্ছে না। ১০ দিন আগে ১শ’ কেজি মাংস হবে এমন গরুর দাম ছিল অন্তত ৮০-৯০ হাজার টাকা। তবে এখন সেসব গরু কেনা- বেচা হচ্ছে ৬০-৬৫ হাজার টাকায়।

প্রান্তিক খামারিরা প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজা করে হাটে নিয়ে এসেছেন। হাটে বড় গরুর তুলনায় মাঝারি গরুর চাহিদা বেশি রয়েছে।

গরু বিক্রেতা আব্দুল আওয়াল বলেন, গত দুই হাটে গরুর দাম ভালো ছিলো কিন্তু আজকে বিক্রেতা কম থাকায় গরুর দাম অনেকটা কমে গেছে। তবে আশানুরূপ লাভ হচ্ছে বেপারীদের।

আরেকজন গরু বিক্রেতা শাহিন আলম বলেন, গত সোমবারের হাটে ৩টা গরু

এনেছিলাম। ২টা গরু ভালো দামেই বেঁচেছি আর একটা গরু ফেরত নিয়ে গিয়েছিলাম। ১শ’ কেজি গোস্ত হবে এমন ওজন গরুটির। সেদিন হাটে দাম বলেছিল ৮০ হাজার টাকা। আর আজকের হাটে দাম বলছে ৬০-৬৫ হাজার টাকা।

বামন্দী পশুহাটে ঢাকা থেকে গরু ক্রয় করতে এসেছেন হাজী আবু সাইদ। তিনি বলেন, পর্যাপ্ত গরু রয়েছে। পছন্দ মতো গরু কম দামেই কিনতে পেরেছি। আমি প্রতি বছর এই পশুহাট থেকে কোরবানির পশু কিনে নিয়ে যায়। আমারা চার ভাই চারটি গরু কিনেছি তবে খুব একটা বড় না, মাঝারি গরু কিনেছি।

বামন্দী পশুহাটের ইজারাদার আমিরুল ইসলাম শেখ বলেন, আমরা সার্বিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছি। পুলিশের টিম রয়েছে। যাতে করে কোন বেপারী ও খামারিদের কোন হয়রানি না হয় সেজন্য আমরা সতর্ক রয়েছি। আর রাজধানী ঢাকা থেকে অনেক ক্রেতা এসেছিল তবে আজ খুব কম ক্রেতা রয়েছে জেলার বাইরের। তারা গত হাটে তাদের পছন্দ মতো গরু কিনে চলে গেছে অনেকেই।

মেহেরপুর জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা (ডিএলও) সাইদুর রহমান বলেন, জেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের হিসাবমতে কোরবানিযোগ্য পশু হিসেবে ষাড়-বলদ-গাভী মিলিয়ে ৫৮ হাজার ৮৬৬টি গরু, ৫৯৫টি মহিষ, ১ লাখ ২৮ হাজার ১৬৯টি ছাগল এবং ২ হাজার ৮৯০টি ভেড়া রয়েছে। যা জেলার চাহিদা মিটিয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকার কোরবানি পশুর চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এবার জেলায় কোরবানির উদ্বৃত্ত পশুর সংখ্যা ১ লাখ ৪০৮টি। অর্থাৎ চাহিদার চেয়ে দ্বিগুনেরও বেশি পশুর যোগান রয়েছে মেহেরপুরে।